শ্রীমতী
অপরাজিতা
দেবীর
কবিতার
খাতা
১৩৩৭

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা আট আনা

—নবম সংস্করণ—

প্রিয়তমেষু—


বুকের
বীণা

আশে পাশে কত স্বজন বন্ধু,—সংসারে শত কাজ—
তবু কেন ব্যথা রণ্‌রণি' ওঠে বুকের বীণায় আজ!
মনে হয় যেন কেউ নেই মোর—কিছু নেই মূলধন,
সারা দুনিয়ার দরবারে একা আমিই অকিঞ্চন!
নিরালা-দুপুরে কি জানি কী সুরে গ্রামীর চণ্ডীদাস
উতলা-পরানে বেঁধে দিল আজ অমৃত-গানের ফাঁস!
"—শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই!"

কত না কবির ভাবের সাগর মথেছি তৃষিত প্রাণে,
মেলেনি এমন জীবনের সুর—মিলেছে যা' এই গানে।
সারা দেহ মনে আকুলি উঠেছে কী যেন প্রাণের সাড়া,
কার অনুরাগ পরম সোহাগ মরমে দিয়েছে নাড়া।
আমার ক্ষুব্ধ দ্বন্দ্ব-কাতর আর্ত হৃদয়খানি,
ওগো, বড়ো ভালো লেগেছে যে তার এ নব দৈববাণী—
"—শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই!"

যুগে যুগে কত জগতের কবি গেয়েছে কতনা গান,
নানা জ্ঞানী গুণী মনীষী মুনিরা দিয়েছে যে অবদান,
অরূপের রূপ ফুটায়ে তুলেছে যা'দের রঙীন-রেখা,
পাষাণে পাষাণে যে-বাণী এখানে এখনো রয়েছে লেখা,
অতি দুর্জ্ঞেয় দুরধিগম্য ব্রহ্ম-তত্ত্ব ছানি'
যত কিছু কথা বলেছে মানুষ,—সবচেয়ে সেরা বাণী—
"—শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই !"

ওগো, আর এই সব-হারা-প্রাণ মনে হয় নয় দীনা,
সুধা-সঙ্গীতে ভরে গেছে যেন আমার বুকের বীণা—।
প্রেমেরঠাকুর পল্লী-কবির সহজ দু'কথা ভাই—
মানুষে দিয়েছে দেবতার চেয়ে অনেক উঁচুতে ঠাঁই !
জীবনী-রসের রসিক গোঁসাই খুঁজে পেযে অমরতা
নিখিল প্রেমিকে ব'লে গেছে ডেকে সবচেয়ে বড়ো কথা—
"—শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই !"

জীবনের চেয়ে সত্য ত্রিলোকে কিছু নেই কোনোখানে,
তনু-মন-প্রাণ ভরে গেছে মোর আজি এ কবির গানে,
হৃদয়ের চেয়ে বড়ো নেই কিছু—দু'দিনের দুনিয়ায়,
জনমের পিছু মরণের ডাক অহরহ শোনা যায় !
মূঢ় সমাজের বিধি নিষেধের বিপুল শাসন মিছে—
মানুষের প্রেম নিকষিত হেম—সে নহে কাহারো নিচে—
"—শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই !"

—জন্মদিনে—

নট্‌কণা রং কাশ্মীরি শাড়ী ?—না না, ওটা তুলে রাখো ;
ও ভাই বউদি' ! এস না—লক্ষ্মী ! একটু এখানে থাকো !
কোন্ শাড়ী আর ব্লাউজে আমাকে সব চে' মানাবে ভালো
বলোনা এদের,—দাঁড়া-না মালতি ?···বাদামী কিংবা কালো
চেরী-ফুল-তোলা ফিন্‌-ফিনে ঐ জর্জেট স্যুট্ !—ছি-ছি !
তোমারো কি ভাই মোটে রুচি নেই !—'আর্ট' শেখা মিছেমিছি !
কি বল্‌লি বেলা ?···রূপোলী জরীর লাল বেনারসী যেটা ?—
আরে রাম ! রাম !! হাসবে সবাই, ভাব্‌বে 'মেড়ুয়া' এটা !
সেজ্‌দি কী বলে ?···কাঁচাধানি রং মাদ্রাজীখানি বেশ ?
—তোমরা দেখ্‌ছি সাজাবে আমাকে ঝাড়ুদার-বউ শেষ !
কাঁচা ধানি শাড়ী দো-ফের্‌তা পরে 'পিরু' ধাঙড়ের মেয়ে
ঝাঁটা হাতে রোজ ঝাড়ু দিতে আসে দেখনি কি কেউ চেয়ে ?···
বলোনা রাঙাদি !·· কী যে হাসো খালি ! বেলা আর বেশী নেই,
গা ধোবো কখন্ ?···চুল বাঁধা বাকী !—থাক্‌গে। থাকুক্ এই।
যাই 'হল্'-এ চলে—হাসুক সবাই,—'জঙ্‌লী' ভাবুক দেখে—
আমার কি বলো ?···শোনাবে সকলে তোমাদেরি ডেকে-ডেকে !

(স্বগত)

দূর হোক্ ছাই ! এতগুলো মেয়ে—পছন্দ নেই কারো !
সুরুচির ধার ধায়েনা কি কেউ ? বল্লেনা একবারো—
"সাঁচ্চার সরু চালা-জরি-পাড় স্নিগ্ধ সুনীল-শাড়ী
ঐখানি প'রো।" সারা হ'লো সবে ঘেঁটে মিছে আলমারি !
সমীরসেনের যা' ফাইন্ টেষ্ট্ ;—রুচি যা সূক্ষ্ম তাঁর—
তিনি আস্ছেন,—সাজ্‌গোছ্ আজ ভালো হওয়া দরকার !
মুক্তার সরু একাবলী-হার, চুনীর কাঁকন জোড়া,
কমল-হীরার দুল দুটি কাণে, হাস্নু-হানার তোড়া
মীনে-করা ব্রোচে,—সোনালী-তারায় এলো-খোঁপা বেঁধে নিয়ে
একছড়া শুধু বকুল ফুলের মালা তাতে ঘিরে দিয়ে
'হল-এ' যাবো আজ,—সেই বেশ সাজ ! যা খুশী বলুক্ ওরা।
তাঁর চোখে লাগে কী ভালো, না-ভালো,—কী জানিস্ তার তোরা ?
নীল সাগরের ঢেউয়ের মতন ঘন-নীল শাড়ীখানি
সে দিন যে তাঁর মনে ধরেছিল—সে কথাটি আমি জানি।
সোনালী-সবুজ-লাল-জেল্লার ব্লাউজটা গায়ে দেখে
মুগ্ধের মতো চেয়ে চেয়ে তিনি সুধালেন শেষে ডেকে—
"কোন্ স্বপনের সাগরিকা সেজে এলে আজ তুমি ইলা ?
অঙ্গে তোমার তোলে তরঙ্গ গোধূলি আলোর লীলা !"

(প্রকাশ্যে)

গোটা'লো মালতি, জটলা তোদের— হাসি-তামাসার মেলা,—
সর্ দেখি সব ; চুল বেঁধে নিই ! গড়িয়ে এসেছে বেলা।
তোল্ বেনারসী—জড়োয়া গহনা—কিছু আমি প'রবোনা ;
কে আর আসছে মহারথী বল্ ?— সবাই তো চেনা-শোনা !
স্বয়ংবরের সভাতে কি যাবো ?···বিয়ের বাসরও নয় ;
জন্মতিথির উৎসব ভাই !—আজ শুধু জন-ক'য়
অতি-ঘনিষ্ঠ স্বজন বন্ধু করেছি নিমন্ত্রণ ;
সাদা-সিধে সাজই শেষ হ'লে বাঁচি ! পড়ে আছে আয়োজন !

দেখ্‌না ছোড়্‌দি, 'হল' ঘরখানা সাজানো হয়েছে কি-না ?···
গোলাপের 'ব্যোকে' মালাটা এখনো আনেনি কি ?— হ্যাঁরে বীণা···
বেহালা সেতার এস্রাজ ক'টা ও'ঘরে নে'যানা ভাই,—
নিজের জন্ম-তিথি-উৎসব—নিজে কত সামলাই ?—
সাধে কি তোদের ফরমাজ্ করি, যা'না ভাই, তাড়াতাড়ি ;
তোদের সাজ তো হ'য়ে গেছে, আর করিস্‌নে বাড়াবাড়ি !
ছেড়েদে' আমায়,—চুপ্ !···ঐ বুঝি দাদা ডাকে,—থাম্ ! শুনি—
ও ভাই বউদি' বলো গিয়ে—"ইলা এলো বলে এক্ষুনি—"

(স্বগত)

পাঁচটা যে হ'লো !—এলোনা এখনো… ভুলে গেলো নাকি কাজে ?
না-না, সে এখনি আসবেই ঠিক ;—ওই তার 'হর্ণ' বাজে—
হ্যা-হ্যা, নিশ্চয় !…সেই এলো বটে।—একি ! কেন কাঁপে বুক ?
মনের কথাটি ধ'রে যদি ফেলে ?—কি ক'রে দেখাবো মুখ !
কি ব'লে কথার উত্তর দেবো—সে এসে দাঁড়ালে কাছে ?—
তত করে ভয়,—যত আনন্দ ঢেউ তুলে বুকে নাচে।
গান যদি বলে শোনাতে সে নিজে !—কেটে যাবে নাত' তাল ?
কিছুতে গেলনা সঙ্কোচটুকু। ছিছি, একি জঞ্জাল !
মুখ তুলে আজো পারিনি কখনো দেখে নিতে ভালো ক'রে—
লজ্জায় যেন লাল হ'য়ে উঠি—চোখোচোখি হ'লে পরে !
যদি কিছু আজ বলে সে স্পষ্ট ! হাতখানি যদি ধরে ?—
বিহ্বল হ'য়ে প'ড়ে তো যাবো না ? প্রাণ যে কেমন করে !…
তার উপহার লেগেছে আমার সবার চাইতে ভালো।
আজকের এই উৎসবে ওগো সেই তো আমার আলো।

—কলেজ বোর্ডিং—

সাঁঝ থেকে আজ মাথা ধরে' আছে, লাগছেনা কিছু ভালো ;
'আভা' বুঝি তাই তেড়ে এসে ভাই জ্বেলে দিলি সব আলো ?
'প্লীজ্'- আভা, তুই নেভা'বে 'লাইট্'—বেড়ে গেল চোখ-জ্বালা।
'অফ্' কোরে দিয়ে 'সুইচ্' এখুনি এ 'রুম্'টি ছেড়ে পালা !
'হেনা'দের 'রুমে' দে'না গিয়ে হানা,—এখানে হবে না পড়া,—
কী বল্লি তুই ?···নতুন টীচার্ মিস্ রায় ভারী কড়া ?
হোলেই বা, ঈষ্ বোয়ে গেলো বড়ো !···'কেয়ার্' কোরিনে তাঁকে,
অসুখ করেচে বললেই হবে।···ডাক্তার যদি ডাকে ?
ভয় কিরে আভা ? ডাকুক্, আমিও 'ফেন্ট' হয়ে যাবো ঠিক,
স্মেলিংসল্টে' হবে নাকো কিছু ; মাথায় বরফ দিক্—
তবে যদি আমি চোখ খুলে চাই।—সহজে কি পার পায় ?
রেখে দে—রেখে দে, দেখেছি অমন ঢের ঢের মিস্ রায় !···
বলে—জাঁদ্রেল্ মিস্ পাকড়াশী নেকড়ে-বাঘের বাড়া
তাঁকেই কখনো মানিনেকো।—
···চুপ্ ।···দিস্‌নে ওটাকে সাড়া

চালিয়াৎ ডলী ডাকছে তোকেই !···যাস্‌নে ওটার ঘরে···
দেখতে পারিনে মোটেই ওটাকে, কথা শুনে রাগ ধরে।
কথায় কথায় 'কোটেশন্‌' যেন বিদ্যের 'বুক্‌-শেল্‌ফ্‌'—
'কোচিং'য়ের বেলা কিন্তু কখনো কাউকে করে না 'হেল্‌প্‌'।
'ষ্টাইল্‌' নিয়েই আছে দিনরাত, রূপের দেমাকে সারা
দুঃখ কেবল কেন 'কালোচোখ'···চায় নীল-আঁখিতারা !
আমি বলি ভাই 'চামেলি' বরং ঢের ভালো ওর চেয়ে !
হোক্‌ খাঁদা-বোঁচা, ছোট ছোট চোখ,—তবুও 'লাভ্‌লী'—মেয়ে !
বোস্‌ না একটু, কী যে তাড়া তোর !···খালি পড়া আর পড়া !
অত পড়ে' পড়ে' 'ড্রাই' হয়ে যাবি পড়ে' যাবে প্রাণে চড়া !
আয় বলি শোন্‌ মজার গল্প—দোরটা ভেজিয়ে দে'না !
ভয় নেই,—আজ 'তাড়কা'রা কেউ তাড়া করে আসবে না !
জানিস্‌ তো এটা শনিবার,—যাবে মিস্‌ দাশ সিনেমায়,
ডাক্তার দে'কে নিয়ে বসে আছে অফিসেতে মিস্‌ রায়।
দেখেছিস্‌ ভাই ডাক্তার দে' কে ? 'ওথেলো'র মত কালো,
আমায় ডাকেন 'কলেজ-কুইন্‌' !—লোকটি কিন্তু ভালো !
যেদিনই আসেন, মিস্‌ রায় দেখি সাজেন-গোজেন বেশ !
কী যে কথা ক'ন্‌ মুখোমুখি বসে, হতেই চায় না শেষ।
ও কি ! উঠ্‌লি যে !···বস্‌বিনি আর ? পড়ার হচ্ছে ক্ষতি ?
'বুক-ওয়ার্মের ব্যাসিলী'তে তোর বিগড়েছে মতি-গতি !
যা—যা, যা, চলে যা ! সব বাড়াবাড়ি ! আমরা পড়ি না যেন ?—
জীবনে কখনো হলিনি তো ফার্ষ্ট্‌,—তবু এত চাড়্‌ কেন ?

চলে গেল !···যাক্‌ ! হয়তো এবার নেবেই 'স্কলারশিপ্‌',
মেয়েটার দেখি জেদ্‌ আছে খুব, মোছে না সিঁদুরটিপ্‌ !

কত ঠাট্টাই করে কত মেয়ে,—চুপ্ করে সব শোনে,
হাতেও শাঁখাটি লোহাটি রেখেছে, দিবানিশি দিন গোণে—
ইংল্যাণ্ড্ থেকে এন্, কে, বাসুর ফিরতে ক'মাস আর ?
প্রাণপণে পড়ে,—এসে দেখে যাতে খুশী হয় স্বামী তা'র।
প্রতি রবিবার সকাল না হতে বিলাতী 'ম্যেলে'র ডাক
কখন পাবে সে,—পথ চেয়ে থাকে—উদ্বেগে নির্বাক !
এমনি সরল, যদি কেউ বলে এবার আসেনি 'ম্যেল্'—
জল ভরে' ওঠে অমনি দু'চোখে, মুখটি শুখিয়ে 'পেল্'।
'মীরা' মেয়েটিও মন্দ নয়কো, এ-কটু 'রোম্যাণ্টিক্',—
তা' হোক্, ও রোগ বিয়ে হয়ে গেলে সেরে যাবে সব ঠিক।
মুস্কিল ওই 'রেণু'টাকে নিয়ে, পাশের মেসে'র ঘরে
কে এক ছোক্‌রা এস্রাজ নিয়ে রোজ রাতে গান করে।
তারি সুর এসে ঢেউ দিয়ে গেছে 'রেণু'র হৃদয়-বীণে,
ঘুম নেই আর রাত্রিতে তার, কাজে মন নেই দিনে।
ঢিলে সূতো বেঁধে ফেলেছে যে চিঠি ছেলেটি এ ঘরে কাল,
প'ড়ে বোঝা গেল 'রেণু'র কপালে হয়তো পেকেছে তাল !
লিখেছে,—"তোমাকে ভালোবাসি রেণু, তোমাকেই
চাই আমি—
তুমিই আমার যুগে যুগে প্রিয়া,—আমিই তোমার স্বামী।"
'হেনা'র চিঠিও এসেছে সেদিন সন্ধ্যে হবার পর
আমার পূবের জানালাটি গলে'—আমি যেন 'ডাকঘর'।
লিখেছে···"তোমায় না পেলে আমার জীবনটা মরুভূমি,
আমার হৃদয়-আকাশে গো হেনা, ধ্রুবতারা আজ তুমি।"
সূতো-বাঁধা-ঢিলে ওদেরও জবাব করে প্রায়ই আনাগোনা,
ছাদে জানালায় চলে মাঝে মাঝে দূর হতে দেখা-শোনা।

মন্দ কি? এরা রয়েছে মজায়, হেসে খেলে গান গেয়ে ;
কেটে যায় দিন নিত্য-নবীন্ প্রেমের পত্র পেয়ে !
আমায় কিন্তু লেখেনাকো কেউ ভুলেও কখনো কিছু,
আমি ঘুরে মরি একলাটি শুধু এদেরই চিঠির পিছু।
এরা হেসে বলে 'হাতী-দি' আমায় ! এতই কি মোটা আমি ?
গায়ের রংটা সাদা নয় ব'লে নইকি মোটেই দামী ?
কখনো আমাকে 'ভালোবাসি'...কই, বল্‌লে না আজো কেউ,
ব্যর্থ হলো এ' জীবনের গাঙে' নবযৌবন-ঢেউ।
'ডলী'র গুমোর সয়না তো আর, চিঠি প'ড়ে উঠি ঘেমে,
আমিও কি শেষে পড়ে যাবো ওই 'সমীর সেনে'র প্রেমে !
কিন্তু, যা'হোক্—কপালটা ভালো বলতেই হবে ওর,
এমন 'লাভার্' মেলেনা সহজে, না হ'লে বরাত-জোর।
'ভেরি হ্যাণ্ড্‌সাম্ হেল্‌দি'-চেহারা,—'ফাইন্ ফিজিক্—টল্'
'থরো এ্যাথেলিট !' জুড়ি নেই তার। কোথা লাগে 'নির্ম্মল !'
বাপ বড়লোক, প্রকাণ্ড বাড়ী,— মোট্যর্ দু'তিন খানা।
ডি, এস, সি, দিতে বিলেত যাবেই বিয়ে কোরে, এ'তো জানা !
নাঃহ্, 'ডলী'টার ভাগ্যিটা খুব,—কি-ন্তু, যায় না বলা !
রংটা একটু কটা বলে তা-ই। নইলে খেতেন কলা !
ওই তো গড়ন্ ? মোটে ভাল নয়, 'ফর্‌ম্' নেহাত্ ঢিলে,
শুধু ওর দু'টো চোখের টানেতে সমীরকে জিতে নিলে।
তা' ছাড়া কোঁক্‌ড়া কালো চুলে ঢাকা মুখের চটক্ তার,
প্রথম থেকেই ঘুরিয়ে দিয়েছে মাথাটাকে ছোক্‌রার।
গান-টানও জানে, পিয়ানো বাজায়, কিন্তু বেজায় বোকা !
তা' বলে কিছুতে 'সুন্দরী' তাকে বলি না,—

—কে দিলি টোকা ?

"ওমা মীরা নাকি ? আয়—আয়, ঈষ্ । চমকে যা' গেছি ভাই,
আমি তো ভেবেচি 'নিউ-মেট্রণ' 'চপলাদি' এলো, তাই
ভেব্ড়ে গিয়েছি। বোস্ বোস্ ! কী রে ! মুখ কেন অতো ভার ?
হঠাৎ এমন জড়োসড়ো-ভাব দেখচি যে ! কী ব্যাপার ?
কথা কোথা গেলো গ্রেটেস্ট্ স্পীকার !...বোবা হ'লি নাকি মীরা ?
আ'গেলো যা' মেয়ে ! মুখ ত্থাখো যেন 'আজ্ঞের গম্ভীরা' !
...আজ রাত্রেই চোলে যাচ্ছিস !...কেন ? একি ? চোখে জল ?
কী হয়েচে তোর ? লক্ষ্মী-দিদিটি ! সব কথা খুলে বল !
কোথা যাবি ভাই ? ফিরবিনি আর ? সত্যি, অ্যা ! বিয়ে হবে ?
ঠিক হয়ে গ্যাছে ! হঠাৎ ! বেশ তো ! লগ্নটা শুনি কবে ?
লগ্ন পরশু ? ভালো, ভালো, ভালো ! তোরও তবে হোলো গতি ;
—কান্না কেন লো ! ভুলে যাবি সব, মনোমত পেয়ে পতি ।
কবি 'মুকুলে'র কোনো কথা আর থাকবে না মনে তোর,
ফুল-শয়নেই নয়নে মিলাবে কুমারী-স্বপন-ঘোর ।
ছন্দে যে ছায়া পড়েছিলো চিতে, যে-ছবি কবির গানে
জেগে উঠেছিলো কিশোরী মেয়ের কচি কিশলয়-প্রাণে,
সব মুছে যাবে ঘুচে যাবে মীরা, যেই ভাই পাবি বর,
হয়ত সেদিন আমরাও তোর হোয়ে যাব কোন্ পর !
মন-ক্যামেরার ফিল্মে অমন কতো মুখ পড়ে আঁকা,
আলো লেগে সব শাদা হোয়ে যায়, কোনোটাই নয় পাকা !
কল্পনা তোর কুণ্ঠিত আজ বাস্তবে দিতে মালা ?
ওরে, নয় এই মানব-জীবন শুধুই কাব্য-ঢালা !
ছন্দে ও গীতে 'কলেজ-রোম্যান্স' মন্দ চলেনা বোন্,
কিন্তু, ও নিয়ে চলা চিরকাল নয় সম্ভব,—শোন্,

দেহের মনের ক্ষুধার অধিক পেটের ক্ষুধাই বড়ো।
অনাহারে যদি আধমরা হোয়ে 'অমরু-শতক' পড়ো,
কিংবা ওড়াও "ঋতু-সংহার',—মন কিরে তাতে ভরে?
সাধ্য কি তার রস-ভাণ্ডার তোমাকে তৃপ্ত করে!
চোখ মোছ দিদি! বুঝে ভাখ্ দিকি…জীবন স্বপন নয়,
দিন চলে গেলে অস্ত-আড়ালে যেমন সন্ধ্যে হয়,
এই আমাদের ভাবের ভুবনে তেমনিই দিন-শেষে
সাঁঝের আঁধার নিয়ে সংসার দেখা দেয় ঠিক এসে!
তবে কেন ভয়, কেন চোখে জল! চোলে যা এগিয়ে ভাই!
প্রেমে পাগলিনী হয় কি সবাই?—'মীরা' নয়-মীরাবাঈ!

—দিনের সুর—

ছেড়ে দাও—ওগো, শোনো—লক্ষ্মীটি !

এখন আমায় রেখোনা ধরে' !

ঢের কাজ ফেলে পালিয়ে এসেছি—

সত্যি ব'লচি…সত্যি কোরে !…

…আচ্ছা, আজ্‌কে দুপুরেতে ঠিক

আসবোই দেখো, এখন সরো !…

ওই জন্যেতো ঢুকিনি এ ঘরে,

এলেই অমনি জড়িয়ে ধরো !…

ভা-রী অসভ্য হোয়েচো' কিন্তু !…

লজ্জা নেইকো একটু মোটে !

উঁহু !—হাত ছাড়ো,—খালি টানাটানি !

বড্ডো আমার লেগেছে ঠোঁটে !

যাও, সরে যাও ! ভাল লাগেনাকো,

কেন রাত্‌দিন পিছনে লাগো ?—

ছি ছি ! তুমি একি কোরলে বলোতো ?—

তোমার সঙ্গে পারিনে, মাগো !

মাথার কাপড় টেনে, খুলে খোঁপা,
টিপ মুছে দিয়ে—আমাকে যেন
কী পেয়েছো তুমি! যাও সরে যাও,
—এতো জ্বালাতন বলো তো কেন?
মরিও যদি বা—তবু কক্ষণো
আসবো না আর তোমার ঘরে!
যখন-তখন বউ নিয়ে বুঝি
খুনসুড়ি কেউ এমন করে?
আচ্ছা, এইতো?…আজকেই আমি
দিব্যি গালচি,—"রাত্রে ঘরে—"
আঃহ্! লাগে—লাগে! ছাড়ো, এতো জোরে
মুখ চেপে বুঝি মানুষে ধরে?—
দোর দিওনাকো! ছি ছি! এ সকালে
একি শুরু হোলো দস্যিপণা!
বোল্‌বে সবাই—নতুন-বৌয়ের
লজ্জা-সরম নেইকো কণা!

* * * *

পাবে নাকো চুমু! কক্ষণো নয়!
যখন-তখন জুলুম নাকি?
ভেবেচো কি এটা মগের মুলুক?—
চলবে না আর ওসব ফাঁকি!

সকাল সন্ধ্যে জ্ঞান নেই কিছু,
সামনে পেলেই চুমুর দাবী !
বিয়ের আগে যে কাটাতে কি কোরে,
আমি আজ শুধু সেইটে ভাবি ।
আধখানি 'কিস্'ও পাবেনাকো ! ঈষ !
জানাতো এখানে আমিই রাণী !
স্পর্ধা তোমার বেড়ে গেছে বড়ো !
ও'রোগের আমি ওষুধ জানি !
সাধলে কাঁদ্‌লে 'ভবী ভুলবে না' !
অনেক শাস্তি রয়েচে জমা ;
রাণীর রাজ্যে আইন্ কঠিন,
বিদ্রোহী কেউ পায় না ক্ষমা !
সরো,—আমি যাই ! রাগিয়ো না আর !
পড়ে আছে ঢের কাজের তাড়া !
কি যে খুনসুড়ী করো বোসে খালি !
ছেলেমানুষেরও হয়েছো বাড়া
দাও ছেড়ে দাও ! দোর খোলো, যাই !
আট্‌কে রেখোনা কাজের বেলা,
বোস্‌বোনা আমি তোমার চেয়ারে···"
তবু কী যে করো !···কেবলি খেলা !—

* * * *

ও কি ও ! দোহাই ! পায়ে পড়ি ওগো !
রঙ্গ এখন বন্ধ রাখো !
সকালে এ' 'সেন্ট্' মাখালে,—আর যে
বাইরে বেরুতে পারবোনাকো !
শাশুড়ী ননদ আশে-পাশে সব !
সকাল বেলাই এসেন্স্ মেখে—
কি ক'রে ওদের কাছে যাবো, ছি ছি !
গন্ধ কি ক'রে রাখ্বো ঢেকে ?
তোমার ফরাসী 'সেন্টে'র 'স্প্রে'তে
কী যে পরিমল ছড়ায় রাতে।
সুরভিমত্ত করে' তোলে মন,
ভুবন আমার স্বপ্নে মাতে।
চায় না কিছুতে ছেড়ে যেতে যেন !
স্নানের শেষেও জড়ায় ধীরে !
তোমার মতোই একজেদী ভারী !
সারাদিন ফেরে আমাকে ঘিরে !
রোসো না,—তোমার সব শিশি আমি
শেষ কোরে দেবো খানিক পরে !
যখন তখন গায়ে ঢেলে দাও !
সবাই আমাকে ঠাট্টা করে !
কাজের সময় যতো দুষ্টুমি,—
ঝকুমারী আসা তোমার কাছে !
গুরুজন কেউ দেখে ফেলে পাছে !
ভয়ে ভয়ে আসি, কে কোথা আছে !

দিলে খোঁপা খুলে—মিছেমিছি,—ছি ছি !—
আঁচলে মাখালে 'লাভ্‌ মী' ছাই !
তোমার জ্বালায় আলুথালু-বেশ !—
কী কোরে ঘরের বাইরে যাই !!—
তোমার কী বলো ?—দেখবে সকলে,
ঠায় একমনে প'ড়চে ছেলে !
'যত নষ্টের গোড়া বউটাই'—
বোল্‌বে এ ঘরে যে-কেউ এলে !
চায়ের পেয়ালা দিতে এসে এত
বিপদ ঘটাবে আমি কি জানি !
সকাল বেলাই ঝোঁয়ে দিলে খিল,
— লজ্জা কি নেই একটুখানি ?

—নিশীথ-কলহে—

(উদাস-কণ্ঠে)

রাগ করে' দোর বন্ধ করেছি ?···গিয়েছে বোয়ে !···
—ঘুমিয়ে ছিলাম অসাড় হয়ে !
ঠেলেছিলে তুমি বারে বারে দোরে,—ডেকেছো—'বীণা'···
হয় তো তা' হবে ! ঘুমে অচেতন ছিলাম কি না !···
আজ কেন এত গাঢ় ঘুমালাম ?···শ্রাবণ মাসে
আধ রাত ধরে জেগে থেকে কার ঘুম না আসে ?

(পঞ্চম-কণ্ঠে)

রাত বেশী নয় ?···সবে এগারোটা ?···হ্যাঁ গো হ্যাঁ, জানি !
পুরুষের এ'তে সন্ধ্যা মানি !
সাঁঝ-রাত হ'তে স্ত্রীর কাছে ঘরে এলে কি চলে ?—
—মধুপের জাত ! তোমরাই সুখী পৃথিবীতলে !
ঘন উদ্বেগে পথ পানে চেয়ে কারুর আশে
বাতি জ্বেলে মোটে হয় না কাটাতে,—জানলা পাশে !

(সপ্তম-কণ্ঠে)

সারা দিন ভরে' কাজের বালাই ?···দোহাই থামো !
অত মিছে-কথা কোয়োনা, রামোঃ !
সাঁঝ ছ'টা হ'তে রাত এগারটা—কী কাজ শুনি ?
রাগিয়োনা আর মিছেমিছি ফাঁকা বাক্যি বুনি' !
সরো,—সরো,—চাটু তোষামোদে আমি ভুলবোনাকো !
ছাড়ো হাত। ঘুম পেয়েছে বেজায়। ছেলেমী রাখো !

* * * *

(বিস্ময়-ব্যাকুল-কণ্ঠে)

ও কি ? কোথা যাও ? মেঘ ডাকে,—জল আসে যে ফের !
রাগ হ'ল বুঝি ?—হয়েচে ঢের !
এসো ঘরে। আহা ! কেন ফেলে দিলে হাতের ফুল ?
এতো অভিমান ? আর বকবোনা, বুঝো না ভুল !
অতদূর থেকে রুমালেতে করে যত্নে পুঁজি—
বেলকুঁড়িগুলি ফেলে দিতে নিয়ে এসেছ বুঝি ?

(সলজ্জ-কণ্ঠে)

আজ তো খোঁপায় জড়াইনি মালা, গুঁজিনি ফুল !
    জানি তুমি দেবে, হবে না ভুল !
সারাদিন-ভোর ঘড়ীর কাঁটায় নজর রাখি'
কী ব্যাকুল আশে চেয়ে থাকি পথ, জানো না তা' কি ?
ঈষ্ !…তোমারও এমনিই কাটে দিনটি নাকি ?…
মোটে মানিনেক'। পুরুষের প্রাণ, চিনিনে তা' কি।

(মুগ্ধ-কণ্ঠে)

অভিমানে দোর দিয়েছিনু।—দূঃর্ ! ঘুমোবো কেন ?
    দুষ্টু…কিছুই বোঝো না যেন !
ওগো করো মাপ্। অবুঝের মতো বলেছি যা তা',
দুঃখ ও রাগ অভিমানে ঠিক ছিল না মাথা।
বলতে হবেনা মুখেতে তোমায় ; জানিনে আমি ?
কোন্ মেয়ে পায় এত প্রেমময় উদার স্বামী ?

—বাদল বিলাস—

তেতলার ছাদে যুঁইফুল যে গো ফুটেছে টবে !
আজ আমাদের সিনেমায় যাওয়া কি করে হবে ?
চেয়ার রিজার্ভ্ হয়ে গেছে ?…যাক্ !
মোটর তৈয়ারী ?…দাঁড়িয়েই থাক্ !
আজ যে আমার সাধের ছাদের ছোট বাগানে ফুটেছে ফুল !
মেঘ-ঢলঢল শ্রাবণসন্ধ্যা মনকে করেছে আবেগাকুল !

দাস-দাসীদের ছুটি দিছি আজ, গিয়েছে চ'লে !
সমাগত সবে করেছি বিদায় অনেক ছলে !
নিরালা আলয়ে শুধু দুই জনে
কাটাব এ সাঁঝ বড় সাধ মনে ;
ওগো চলো ছাদে মেঘের তলায়, লাগছেনা ভালো ঘরের কোণ ;
মেঘছায়া-আঁকা শাড়ীটি পরেছি, বাদল-বাতাসে উতলা মন ।

থাক্—তুলোনা গো, উড়ুক আঁচল পূবালী-বায়ে !
আশমানী রং রেশমী-সেমিজ দিয়েছি গায়ে।
ফিন্ ফিনে ফিকে ভুঁইচাঁপা ফুলে
কিরীট গড়েছি কবরীর চুলে,
বেলির কুঁড়িতে শেলি গেঁথে আমি কণ্ঠে পরেছি কণ্ঠি ক'রে,
কদম কেয়ার তোড়া বেঁধে আজ ফুলদানীগুলি রেখেছি ভ'রে !

না—না গো, আজকে বেড়াতে যাবোনা। ছাদেতে চলো।
ড্রয়িংরুমেতে পিয়ানো বাজাবো ?···ধ্যেৎ ! কী বলো !!
কাজল মেঘের চাঁদোয়ার তলে
চলো বসি গিয়ে দু'জনে বিরলে,
হাতে হাত থুয়ে গায়ে গা'টি ছুঁয়ে বাক্যবিহীন নীরব রবো !
গুরু-গুরু ধ্বনি উঠিলে অমনি তোমার বুকেতে শরণ লবো।

চরাচর ছেয়ে শ্রাবণ এসেছে ঘনানুরাগে !
আজ সহরের কৃত্রিম সুখ ভালো না লাগে !
'ফ্যানে'র বাতাস, 'গ্রীচেরিয়া পাম্'
সাজানো-বাড়ীটি নয়নাভিরাম !
আজ্ থাক্ ! ওগো, চলো চ'লে যাই, আমাদের সেই পল্লীবাসে।
নীল-আকাশের ললাট যেখানে নুঁয়েছে মাঠের শ্যামল-ঘাসে !

কূলে কূলে ভরা দীঘির দীঘল বকুল্ গাছে
এখনো হয়তো সেই দোলনাটি টাঙানো আছে !
যে কাজরী-গান হেথা শুনিবারে
কতো অনুনয় করেছো আমারে,
ঝিল্লীমুখর-পল্লী-প্রদোষে আপনি সে গান শোনাবো নিতি'
দোলায় দুলিব, ভুলিব ভুবন,—গাবো গুঞ্জরি' ঝুলন-গীতি

ঘন কালোমেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে ঘনায় মরি !
গুরু গুরু তার গভীর আবেগ গগন ভরি !
এসো বাতায়নে বসি পাশাপাশি,
আজ দু'জনার মন যাক্ ভাসি'
মানসের তীরে বলাকার মতো। 'মেঘদূত' পড়ে শোনাও তুমি !
যক্ষের ব্যথা বক্ষে বাজুক। হোক্ গৃহ মোর অলকা-ভুমি।

—সন্ধির সূত্র—

কাল আমাদের ঝগ্‌ড়া হয়েচে ! সে ভারী মজার শোন্ !…
কিছুতে কথায় না পেরে শেষটা চটে' গেলো একজন !
মানলেনা তবু হার !
দোষ বল্ তবে কা'র ?
হার যদি ভাই মান্‌তো তা' হলে মিটিয়ে নিতুম ঠিক !
আমার সঙ্গে সমান তর্ক ? ফল তার বুঝে নিক্ !

আমার ভুল বা আমার যা' ত্রুটি আমি কি বুঝিনি, বল্ ?
ও'র বুদ্ধির দৌড়টা শোন্ । খালি মিছে ধরে ছল !
কেবলি বোঝাতে চায়,
মেয়েরাই নিরুপায় !
রাগ ধরে কিনা তুই-ই বল্ দেখি । তাইতো বলেচি চটে'
'অনধিকার যে চর্চা, তা' যেন করেনাকো কেউ মোটে !'

২৩

কথা তো বন্ধ করেছিই, আরো কঠিন শাস্তি চাই।
ভাবচি, না'হয় হপ্তাখানেক গোপনপুরেই যাই!
সহজে করলে মাপ,
পুরুষের বাড়ে দাপ্,
পত্নী-প্রতাপ মানেনা যে পতি, অপরাধী সে তো ঘোর!
নির্বিচারেই হেরে-যাওয়া রোজ্, 'ডিউটি' নয় কি ওর ?...

জানিস্ পারুল! সকাল থেকেই হাজারো মিথ্যে ছলে
ফন্দী খাটিয়ে ঘুর্‌ছে আমায় কথাটি কওয়াবে বলে!
"জরুরী অমুক বই
পাচ্ছিনা কেন ?...কই ?
ওরে বেটা হ'রে! খোঁজ্ কোথা গেল 'ফাইল্'টা দরকার।
—রিডিং-রুমে'র বড় টেবিলটা নোংরা হয়েচে ভারী!"

কলেজে যাবার সময়ে সে আজ সাজা যা' পেয়েছে শোন্!
দুর্দশা দেখে হাসি কি কাঁদি তা' ভেবেই পাইনি বোন্।
—সেই ঝগড়ার পরে
ঢুকিনি তো আর ঘরে!...
ও মহলে গিয়ে জা'য়েদের কাছে আস্তানা নিয়ে আছি!
ভয় দেখিয়েচি,—'চলে যাবো আমি বড়দি'র কাছে—রাঁচি!"

কি বল্‌ছিলুম ? ভুলে গেছি ; হ্যাঁ, হ্যাঁ, কলেজে যাওয়ার কথা—
নবীন অধ্যাপক মশায়ের শোন্ কতো যোগ্যতা !
স্নান করে উঠে আজ
চুল আঁচড়ানো, সাজ
মোটেই হোলোনা। সেটা আমি রোজ করে দিই কিনা ! তাই
মাথায় কেবল এলোমেলো করে বুরুশ বুলুলে ভাই।

ফর্‌সা 'পিরাণ' ময়লা 'কলার', কোট্‌টা হোলোনা 'ব্রাশ',
'নেক্‌টাই'টাও বাঁধতে জানেনা, উল্টো টেনেছে ফাঁস !
'টাইক্লিপ্' গেল ঝুলে ;
রুমাল নিলেনা ভুলে !
চাকরের সাজা পান খেয়ে জিভে যা' সাজা পেয়েছে চুণে !
কী করে আজ যে দেবে 'লেক্‌চার' ? লোভ হয় আমি শুনে !

হাস্‌ছিস্ কি লো ? লুটিয়ে প'লি যে !…অতো ভাল নয়, থাম্ !
তোরও দিন এলে বুঝ্‌বি তখন, এ' দিনের কত দাম !
"চায়ের কাপেতে ঝড়"…
তোদেরো উঠবে। সর্—
জ্বালাস্‌নে আর ! বেলা পড়ে এলো, চুলবাঁধা শেষ কর্ !
আ—মর্ আজ্‌কে হাসি-ভূত তোর ঘাড়ে কি করেছে ভর্ ?…

মিহি সরু ডুরে শাড়ীটা, পারুল, 'বাথ্‌রুমে' দিয়ে যা' না !
বাদামী-ব্লাউজ্‌ ?···আচ্ছা দে ওটা। আনিস্‌ সাবান খানা !
ঠাট্টা কিসের অত ?
নইকো তোদের মত !
যুদ্ধজয়ের পদ্ধতি কিরে বোঝে – যারা নাবালক ?
আইবুড়ো নাম ঘুচুক—তখন, তোদেরো ফুট্‌বে চোখ।

স্পষ্ট বোল্‌তে কষ্ট কি বল্‌ ?···লজ্জারো কিছু নয় !
সন্ধ্যা না হোতে সন্ধি কোরতে আসবে সে নিশ্চয়।
জিততে হবেই আজ !
নইলে এ নামে লাজ !—
বিদ্রোহী সাথে অপরাজিতার সন্ধি সহজ নাকি !
এ' সব নিগূঢ় রণ-নীতি তোর শিখতে এখনো বাকী !

—সখী-সঙ্গমে—

বাদল যে আজ পাগল হ'য়ে আকুল কাঁদন কাঁদে,—
দগ্ধ-ধরার দুঃখে সে বুক আর কতকাল বাঁধে ?
রুদ্ধ-ব্যথায় অশ্রু যে তাই ক্ষণে ক্ষণে ঝরে'
ভিজিয়ে দিলো ভূমির আঁচল।—
— আজ সে কেমন করে'
'নীট্‌শে' নিয়ে রইলো ভুলে পড়ার ঘরে একা ?—
বল্‌ তো পারুল ! এমন মানুষ যায় কি কোথাও দেখা ?
এই শ্রাবণের মেঘের মৃদঙ্‌ আন্‌লো প্রাণে সাড়া,
মন ভুলালো সবার,—শুধু ঐ জনাটির ছাড়া !

থাক্‌রে পারুল ! বাঁধবনা চুল,—কাজ কি বেঁধে বল্‌ ?
রাখ্‌ চিরুণী···দেখ্‌না কেমন উড়্‌ছে হাঁসের দল
ঐ যে নদীর ওপার দিয়ে কাজল-মেঘের তলে,
শুভ্র-লেসের ঝালর বুনে পূবের পথে চলে !

আঃ কী করিস্‌ !! দিসনে খোঁপায় জড়িয়ে ফুলের মালা !
ভাল্‌ লাগেনা এখন ও-সব ! সর্‌—খুলি, কী জ্বালা !—

বিন্ধ্যগিরির অনিন্দ্যরূপ বর্ষা-সবুজ-বন,
নীল পাহাড়ের চূড়োয়-চূড়োয় মেঘের আলিঙ্গন !
স্নিগ্ধ-সজল পাহাড় শোভায় ভুবন দিল ঢেকে !
কেকার কাঁদন কোন্ অলকায় মনকে নে' যায় ডেকে।

এই প্রকৃতির এমন রূপেও ভুল্‌লোনা মন যার,—
আমার রূপে ভুল্‌বে সে, তোর মিথ্যে-অহঙ্কার !
আচ্ছা পারুল।···বল্‌তো যখন কদম-কেয়ার বনে
পাগল বাতাস লড়াই করে বৃষ্টিধারার সনে ;
আকাশ যখন অশ্রু-সঘন মেদুর-মেঘে ঢাকে
'এমার্সনে' মনটা মানুষ কেমন করেই রাখে ?
আমার মতে আজতো কেবল 'মেঘদূতে'রই দিন।
প'ড়তো যদি চিত্ত হতো নিত্যরসে লীন।

ক বল্লি ভাই ?···ঐ খাতাটায় নামটি আমার জুড়ে,
কে দিয়েছে প্রেমের প্রতীক্—রেশমী মলাট মুড়ে ?
— অনেক বছর আগের কথা, 'আই-এ' তখন পড়ি,—
জীবন-ঊষায় বাজচে আমার প্রথম প্রেমের জোড়ী !
এই মানুষই পাঠিয়েছিলেন আমায় ভালোবেসে
গান লিখে ওর পাতায় পাতায় ! কতোই বাদল-শেষে,
শরৎপ্রাতে, ফাগুনরাতে, জ্যোৎস্না-মদির সাঁঝে
শুনিয়েছিলেন সে-গান গেয়ে ; সেদিন মোদের মাঝে
কতই ছিল নবীন স্বপন,—আজ সকলি বাসি !
—হাস্‌তে যে তাই কান্না আসে, কাঁদতে আসে হাসি।

পুরুষ জাতের স্বভাব জানিস্ ? হঠাৎ প্রেমোচ্ছ্বাসে
দু'কূল ভাঙা জোয়ার তুলে ব্যাকুল বেগে আসে।
তার পরেতেই ভাঁটার টানে শুকিয়ে ওঠে বুক,—
রাতের মালা সকাল বেলা খুলতে সমুৎসুক।
সেই ক'দিনই প্রেমটা ওরা নেহাৎ চলে মেনে,
যদ্দিনে সই, গাঁটছড়া না শেষ-দাঁড়ি দেয় টেনে।

বুঝলি পারুল ?—আর যা' করিস্ পরিস্‌নে এ ফাঁসি।
প্রেমের দফা হবেই রফা, ফুরিয়ে যাবে হাসি।
ভালোই যদি বাসিস্ কারেও, পেলেও প্রতিদান,—
আমার মতন দিস্‌নে ধরা। তবেই র'বে মান।
বিয়ের শিকল বাঁধলে গলায় স্বপ্ন যাবেই টুটে'—
পারিজাতের নন্দনে সই, বাব্‌লা-কাঁটা ফুটে !

—বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি—

রাণুদি ! তোমার পত্র পেয়েছি প্রায় আজ দিন ষোলো,
নানা ঝঞ্ঝাটে দিইনি জবাব, তাই ভাই দেরী হোলো।
রেগোনা তা'বলে ;– দোহাই দিদিটি ! দুখিনী বোনেরে ক্ষম'
বরষায় তার দিনগুলি ভাই, কাটেনা তোমার সম।

তুমিত' লিখেছো, আষাঢ় এসেছে আকাশ ভুবন ছেয়ে,
পুলকে তোমার নাচে মন মেঘ-মাদলের সাড়া পেয়ে !
কবির ভাষায় লিখেছো,— "এসেছে গগনে ছড়ায়ে চুল
রূপসী বরষা, চরণে জড়ায়ে বিকশিত বনফুল !"

'গিরিধি'র গিরি নদী মাঠ ক্ষেত মহুয়া শালের বনে
অপরূপ তার ফুটেছে কান্তি, প্রাবৃটের পরশনে।
নিদাঘ-দগ্ধ প্রান্তর ছেয়ে নবীন দূর্বাদল
শত সবুজের তুলি টেনে টেনে ছবি আঁকে অবিকল !

উষরা "উশ্রী" নব যৌবনে সুশ্রী হয়েছে আজ !
মেঘে ও রৌদ্রে আলোছায়া নিয়ে কাড়াকাঁড়ি খেলা কাজ !
বাড়ীর লাগোয়া ফুলের বাগানে চামেলী চাঁপার মেলা,
গন্ধে পাগল ভিজে পূবে হাওয়া ছুটে আসে দু'টি বেলা !

মাঠে মাঠে সেথা হরেক রঙের ক্ষুদে' ক্ষুদে' ঘাস-ফুল
ফুটে উঠে যেন বুনেছে গালিচা—দূর হ'তে হয় ভুল !
কাব্য রচিয়া, পড়ি 'মেঘদূত,' গান গেয়ে গেয়ে সাঁঝে
তুলি ঝংকার সেতারে তোমার দিন তবু কাটেনা যে !

সুখে আছো তুমি ; শুনে সুখী হ'লো আমার দুখের প্রাণ !
হোক্ অক্ষয় তোমার ভাগ্যে বিধাতার এই দান।
এমন আষাঢ় কেমন আমার লাগিছে জানিতে চাও ?
শোনো বলি ; তার বাদ দেবোনাকো খুঁটিনাটি কোনোটাও।

তোমার নয়নে নবীন-বরষা দেখা দেছে যেই সাজে,
আমি ঠিক তার বিপরীত ভোগ ভুগি কলিকাতা মাঝে।
অতিরঞ্জিত পাবেনা কিছুই, কবি নই আমি নিজে ;
কেরাণীর বউ কাজ করি রোজ ভোর থেকে ভিজে-ভিজে !

বর্ষায় বড় ভালো নেই কেউ, বিশেষ 'অমুক' বাবু,—
দাঁতের গোড়ার যাতনায় দিদি, হ'য়ে আছে ভারি কাবু।
জলে জলে ভিজে ছেলে মেয়েগুলো নানা রোগে নাজেহাল,
সর্দ্দিকাশি ত' আছেই, তা' ছাড়া হজমেরো গোলমাল!
কারো 'টন্‌সিল', গাল-গলা ফুলে, কারু-বা 'ডেঙ্গু-জ্বর',
এই ত' সেদিন 'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা' হ'য়ে গেলো পর পর!

সারাদিন জল ঝরে অবিরল বাহিরে যাওয়ার বাধা,
আপিসের পর বাড়ী ফেরে রোজ রাজ্যের মেখে কাদা!
কখনো কখনো ঢেউ কেটে হেঁটে হাঁটু জলে যেতে হয়!
বর্ষায় শুনি ভিজে 'ফুট্‌পাথ' নিরাপদ মোটে নয়!

'মোটর বাস্‌' ও ট্যাক্সী'রা যত নিরীহ পথিক-গা'য়
তরল পাঁকের পিচ্‌কারী ছুঁড়ে 'হোলি-লীলা' খেলে যায়।
তিরিশ দিনেও ধোপা আসেনাকো, ময়লা কাপড় জামা;
শ্যাওলা পিছল 'কলতলা' দিদি, ঘসে' ঘসে' মরি ঝামা!
স্নানের সময় পাছে পড়ে' যান্‌, এই ভয়ে সারা হই,—
কেউ যে আমার আপনার নেই সংসারে উনি বই!
ভিজে জুতো প'রে মানা করি যেতে আপিসেতে কতবার,—
হেসে বলে যান্‌, "শুক্‌নো জুতো কি ভাঁড়ারেতে আছে আর?"

এ'তো গেলো ভাই কর্তার কথা,—গিন্নীর হাল শোনো ;
বাজার আক্রা, তরি-তরকারী মেলে নাকো ভালো কোনো।
ভিজে ঘুঁটে দিয়ে উনুন্ ধরানো বলে' বোঝাবার নয় ;
তাও আজকাল কতো দাম জানো ? পয়সায় খান-ছয় !
রান্না চাপাতে দেরী হ'য়ে যায়, আপিসের ভাত 'লেট্'
আধ-খাওয়া ক'রে নিত্য ছোটেন নইলে চলেনা পেট।

দেশলাই-কাঠি ঘসে' ঘসে' সাবা জ্বলতে চায়না মোটে !
তামাকের টিকে ধরেনা কিছুতে, ফুঁ দিয়ে নাকাল ঠোঁটে !
ফাটা ছাদ দিয়ে জল ঝরে' ঝরে' বিছানা বাক্স ভেজে ;
রোদের অভাবে স্যাঁৎসেঁতে সদা শোবার ঘরের মেঝে।
নড়ে' বসি হেন ঠাঁইটুকু নেই, একতলা ছোটবাড়ী,
ঘরের ভিতরই দেয়ালের গা'য়ে মেলে দিই ধুতি শাড়ী।
খদ্দর দিদি্ আর্দ্র হ'লে যে কেচে তোলা কী কঠিন,
বর্ষায় শুধু শুখোতেই লাগে সমানে তিনটি দিন।

ঘরের তাকেতে উই ধ'রে করে কত কী যে লোকসান্
বইতে খাতাতে ছাতা ধরে রোজ, মুছে মুছে হায়রাণ !
ছাদের ছোট্ট কাঠের সিঁড়িটা এমন্ হোয়েছে ভিজে,—
আচার-বড়ি-টা রোদে দিতে গিয়ে প'ড়ে মরি কবে নিজে।

কলে জল আসে ঘোলাটে এমন, ফট্‌কিরি দিতে হয়,
মশার বিনাশে কামান দাগা সে কথাটা মিথ্যে নয়!
এত উৎপাত বেড়েছে ওদের মশারিও মানে হার।
পাখা নেড়ে নেড়ে সারারাত্ চোখে ঘুম আসেনাকো আর।

স্নান ক'রে উঠে শুখোয়না চুল, গলার ব্যথায় মরি,
'নুনের কেঠোটা' র'সে হয়ে গেছে লবণ-হ্রদের তরী!
কোলের ছোট্ট ছেলেটার কাঁথা শুখোয়না দিনে রাতে,
রুটি সেঁকা ক'রে সেঁকি তাকে ভাই, উনুনে আগুন-তাতে।

আষাঢ় আসার সাথে সাথে ভাই, বাসাড়ে শহুরে যত,
চাষাড়ে হয়েই ওঠে যেন সব;—নয় তোমাদের মত!
বিকচ-কদম, ঘন-কেয়াবন কোন্‌দিকে জানিনি তা'—
আজ আসি তবে,—চিঠি দিও! ইতি তোমার "অপরাজিতা"

—আঁধারে-আলো—

(বৈকালে-জানালায়—একা)

পথ চেয়ে বসে আছি সেই থেকে এই—
ছ'টা বাজে, গ্যাস্ জ্বালে ; তবু দেখা নেই !
সবাই তো এ'পাড়ার ফিরে এলো ঘরে,
আজ কেন আসতে সে এত দেরী করে ?

কাল থেকে বোলে বোলে মানলুম হার !
—কিছুতে কি ফুরসুৎ মিল্লোনা তার ?
দেড় গজ্ 'কার্পেট্'—দু' প্যাকেট্ 'উল'
এই তার আন্তে কি রোজই হয় ভুল ?

দু'বেলা তো মনে ক'রে দিই বার বার,
তবু ভোলে ?—এর মানে বুঝিনি কি আর ?
আগে তাকে কোনো কথা একবার বই
বল্বার দরকার হোতো না তো কই !!

আজকাল যেন আর দেয় না সে কাণ !
মিছে কথা কয় খালি ;—ভুলে-যাওয়া ভাণ।
গ্রাহ্য করে না দেখি ক'দিন ধরেই ;
আন্‌ছে না কিনে এটা ইচ্ছে করেই।

না আসুক !—আমি তাকে ব'লছিনি আর !
মনে করে—কোরবো বা খোসামোদ্ তার !
সে মেয়ে যে নই সেটা বোঝাবোই তাকে,
ফাঁকি দে'য়া নয় বড় সহজ আমাকে !

এ যে তার অবহেলা, বুঝি আমি বেশ !
আজ থেকে আর নয় ; হয়ে গেলো শেষ।
ভালোমানুষীতে ওর ভুলছিনি আমি !
সত্যি যা' বোল্‌বোই, হোলেই বা স্বামী !

গো-বেচারী সেজে থাকে, যেন ভাল কত !
ধড়িবাজ লোক কেউ নেই ওর মত !—
থাকবো না কাছে তার স'য়ে অপমান ;
চ'লে যাবো যে-দিকেতে যেতে চায় প্রাণ !

কিসের খাতির এত ? কথা রাখে না যে,
তার বাড়ী কেন মিছে খেটে মরি বাজে ?
আমি যেন কেউ নই ! উনিই মালিক ?—
রোসো, আজ বোঝাপড়া ক'রে নেবো ঠিক্।

যত কিছু বলিনেকো তত যায় বেড়ে !
আসুক বাড়ীতে আজ, বোল্‌বো না ছেড়ে !
আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়েই দিক্ !
ঘর-সংসার ওর নিজে বুঝে নিক্ !

এখনো যে ফিরলো না ব্যাপার কি তার ?
এতো দেরি কখনো তো করেনি সে আর !
তাইতো !···কী হোলো ?···এ'তো ভাল কথা নয় ;
না—না—ওই আসছে সে ! ঠিক !—নিশ্চয় !

* * * *

(সন্ধ্যায়—ছাদে— 'জনে)

এখানেও এসে তবু নেই নিস্তার !
দেবোনাকো সাড়া, খুশী ! কী করেছি কার ?
ছাদে কেন একা আছি ?···জবাব তো তার
তোমার শোনার কিছু নেই দরকার !

সেই থেকে খোঁজাখুঁজি সারা বাড়ী ভোর—?
কেন ? আমি পলাতক আসামী, না চোর ?
নজরবন্দী হ'য়ে গারোদখানায়
কয়েদী থাকতে হবে এ্যাতো কি বা দায় ?

হিম পড়ে আজকাল···পড়ুক্ দেদার !
ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে ?···লাগুক্ আমার !
আমি তো কারুর ঘর জুড়ে বসে নেই,—
বাড়ী ছেড়ে যাইনিকো,—অপরাধ এই !

ঘরে যেতে হবে !···কেন ?···হুকুম এ নাকি ?—
বেশ ! সারারাত যদি ছাদেতেই থাকি,
কারুর তো বাধা দিতে নেই অধিকার !—
দাসী-বাঁদি নই কারো,···ডেকোনাক' আর !

মোংরা ছাদের কোণ ?—শ্যাওলায় কালো ?—
তা' হোক্। এখানে আমি বেশ আছি ভালো!
থাকবো কি রাতভোর এইখানে ?—তার
দিয়েছি তো উত্তর।—'ইচ্ছে আমার'।

নামবো না আপাততঃ।…খানিকটে পরে ?…
নিচেয় যেতেও পারি, ঢুকবো না ঘরে।
আঃহ! কেন হাত ধরো ?—টেনোনাক'—ছাড়ো—
জ্বলে পুড়ে সারা আমি,—জ্বালিও না আরো!

ছাড়বে না হাত তুমি ?—বলো না কী চাও ?
কোনো কথা শুনবো না।—যাও, চলে যাও!
আমি তো কারুর কিছু ধারিনেকো ধার,
এসোনাক' কেউ মোটে সামনে আমার!—

শুনতে চাইনে আর শুভ সংবাদ!
মরণ হ'লেই বাঁচি! মেটে সব সাধ।
জগতে আপন যার নেই কোনোখানে,
বেঁচে থাকা কী যে পাপ—সে-ই' শুধু জানে!

থাক্ থাক্ চুপ করো,—তোমার প্রেমের
ও-সব কেতাবী-বুলি শোনা গেছে ঢের!
সবেতেই জিতে নাও বচনের চোটে!
মিছে কথা ঠোঁটে কিছু বাধে না তো মোটে!

কথায় ভেজে না চিঁড়ে ! আজ চেয়ে মাফ্
কাল-তো আবার ফের্ ভুলে যাবে সাফ্ !
তার চেয়ে ছেড়ে দাও, লেগোনাকো পিছু,
বেশী কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই কিছু !

আজ গিয়ে শোবো আমি পিসিমার ঘরে,
কাল ভোরে চলে যাবো 'গোপাল-নগরে !
উঁহুঃ—সরো, ছাড়ো—ছাড়ো,—লাগ্ছে আমার !
বেহায়ার মত ছি ছি জড়িও না আর !—

ছেড়ে দাও, রাত হোলো.—নেমে যাই, সরো !
—অবাক্ !—কী বোলো চুমু চাও এর পরও !—
লজ্জা কি নেই মোটে ? ঈষ্ !···তাই নাকি ?
'কারপেট্' 'পশমে'র বখ্শীষ্ বাকী ?—

তাই আজ দেরী হোলো ফিরতে তোমার ?
সত্যি ?—এনেছো ?···বলো গা ছুঁয়ে আমার !
কী মিথ্যে কথা তুমি কইতে যে পারো !
দেখি—দেখি, দাও,—বাঃহ্ !—উঁহু—ছাড়ো—ছাড়ো

সুড়্সুড়ি লাগে বড়ো, ছাড়ো পড়ি পায় !
কাতুকুতু দিয়োনা গো !—দোহাই তোমায় !
বেজায় জুলুম বাপু !—নাও চুমু···হ'লো ?
··যাও, ভারি দুষ্টু—হুঁ !···ঘরে যাই চলো ।

—দম্পতির দ্বন্দ্ব—

(স্বামীর পত্র)

রাণুদি! এবার খাসা লিখেছেন চিঠি,
মিষ্টি ও টক্ দু'-ই আছে পিঠোপিঠি!

আমি হেসে হেসে দম আটকিয়ে মরি!
শ্রীমতী—কিন্তু চটেছেন সরাসরি।

মৃদু মধুমাখা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বাণ,
এক নিমিষেই বিঁধেছে যথাস্থান।

চিঠি পড়ে তার রাঙা মুখ রাগে লাল!
ভয়ানক 'শক্' পেয়েছে সে মনে কাল।

স্বপ্নে কখনো ভাবেনি যা'—হোলো আজ,
আপনিও শেষে কোরলেন হেন কাজ!

আপনাকেই তো নিজের দলে ও' টানে,
যা' কিছু বলেন —নির্বিচারেই মানে!

ওই চিঠি নিয়ে তুমুল তর্ক রাতে;
সব ভাঙলেন কঠিন পত্রাঘাতে!

কথায় কথায় বিবাদ ক্রমশঃ বেড়ে
কলহের ঝড় উঠেছে ঝাণ্ডা নেড়ে!

আপনার কাছে রাখতে চাইনে ঢেকে!
শয়ন পৃথক হয়ে গেছে কাল থেকে!

'রুণু' চোলে যেতে ও-পাশের গোঁসা-ঘরে,
আরামে ঘুমিয়ে বেঁচেছি বছর পরে !

রাত্রি জাগতে হয়নি প্যাঁচার মতো,
শুনতে হয়নি ক্ষ্যাপার প্রলাপ যতো !

নাকি-কান্নার ব্যর্থ ছড়া ও শ্লোক
রোজ রাতে দিদি, শোনা যায় কাঁহাতোক্ !

পদ্য তো দূরে—গদ্যও নয় মোটে,
এলোমেলো বকা ডিলিরিয়ামের চোটে !

রোজ রাত্তিরে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে তাই
নিবিষ্ট মনে চুপ ক'রে শোনা চাই !

বহর তাদের দেড় গজ হবে পূরো !
ছন্দে ছড়ানো অতি-আধুনিকী সুর্‌ও !

অর্থাৎ কিনা—নেইকো মিলের লেঠা,—
শব্দ বসেছে যেখানে পেরেছে যেটা !

যদি না তাঁর সে বেয়াড়া কাব্য শুনি,
আষাঢ়ের মেঘ মুখে নামে তক্ষুণি !

ভুঁইফোঁড়্, এই সুলেখিকা সুচরিতা
'রুণু' না না, (খুড়ি !) 'শ্রীমতী অপরাজিতা—'

অসাহিত্যিক অকবি আমার গলে
বরমালা দিয়ে অনুতাপে আজ জ্বলে !

'স্কটিসে' শ্রীমতী আই-এ পড়েন যবে,—
কলেজ শুদ্ধ পড়েছিলো ওঁর 'লভে' !

কিন্তু রাণুদি, আমি শুধু ভাবি এ-ই,
ফাঁসিটা কি ছিলো অভাগারি বরাতেই !!

আরও তো অনেকে পড়েছে 'রুণু'র প্রেমে,
সব ছেড়ে এলো আমারি ঘাড়ে ও নেমে !
দিব্যি নিরীহ বন্ধুটি সেজে শেষে
আঁঠার মতন লেপ্টে গেলেন এসে
এই অধমেরি চক্‌চকে প্লেন্ টাকে।
বহা' বা নামানো সমানই কঠিন তাঁকে !

ছোঁয়াচ লেগেচে 'কবিনী'র ছড়া-রোগে,—
তাই লিখি চিঠি ছন্দ-মিলের যোগে !
আগের মতন নই আর তত—কাবু,
ক্রমশঃ হ'চ্ছি ছোটখাটো 'রবিবাবু' !
হামাগুড়ি দিয়ে কাব্য-কানন পানে
শনৈঃ শনৈঃ চলেছি—ও কি তা' জানে ?
আর নয় উঠি। লিখেছি কিন্তু বেড়ে !!
'রুণু' দেখে যদি, ছোঁ'মেরে নেবেই কেড়ে !

'পার্কার্' আর চলছে না 'গুড্‌বাই' !
নমস্কার ও প্রীতি নিন্ !' আজ যাই।

(স্ত্রীর পত্র)

অভিন্ন প্রাণা—রাণুদিদি,—সমীপেষু !
রেগোনাকো ভাই, লিখিনি শ্রীচরণেষু !

বয়সে যদিও তুমি কিছু বড়ো বটে !—
পা'দু'টি তা'বোলে 'কমল' নয় তো মোটে !

তা'ছাড়া আমার সাধের এ চিঠি ভাই,
পায়েতে তোমার লুটোক্ আমি না চাই ।

আজ সারাদিন 'একজন' ঠায় ব'সে,
তোমাকে রাণুদি' যে চিঠি লিখেচে কসে',

আঠারো আনাই মিথ্যে কথা যে তার,—
এ' কথা বোঝাতে হবে কি তোমায় আর ?

আমাকে লুকিয়ে লিখেচে সে চিঠি বটে,
কিন্তু, রাণুদি ! বুদ্ধি কি আছে ঘটে ?

কে এসে যেমন ডেকেছে বাইরে থেকে
তাড়াতাড়ি ভাই নেমে গেছে চিঠি রেখে !

সেই ফাঁকে এসে তোমার অপরাজিতা
চুপি চুপি সব পড়ে' গেছে, জানে কি তা' ?

আশা করি তুমি বুঝেই নিয়েছো নিজে,
লোকটি কেমন সেজেছে বেড়াল-ভিজে !

আমি ওকে রাত্ জাগিয়ে রাখি, না ছাই !!
এতো মিথ্যেও বানাতে পারে 'ও' ভাই '···

ওঁর উৎপাতে আমারি হয় না ঘুম,
রাত্তিরে যতো ওঁরই তো পড়ার ধুম !

'ইকনমিক্সে' 'থিসিস্' লিখ্‌চে কিনা !
বলে—'মাথা নাকি খোলেনা রাত্রি বিনা !'

'লাইট্' জ্বালিয়ে শোওয়ার ঘরেই রোজ,—
'এক্সচেঞ্জে'র রেশিয়ো' সে করে খোঁজ !

'মনি-মার্কেট্' ইন্‌ভেস্টার্' সই,
'ক্যাপিটাল্' আর 'ফাইনান্সে'র বই ;

নোট্‌স্' এর কাঁড়ি টেব্‌লেতে স্তূপাকার,
অবিশ্রান্ত চলে 'পেন্ পার্কার' ।

কলম তো নয় ছোটে যেন 'মেল-ট্রেণ,'
মাঝে মাঝে ভাই, তেতে ওঠে যদি 'ব্রেণ্',

অর্ধেক রাতে আমাকে জাগিয়ে তুলে
"—ওগো, শোনো"—বোলে বসে যায় খাতা খুলে ।

অর্থনীতির অর্থ-বিবৃতি-ঝোঁকে
মর্ত্যলোকের রাত্রি ক্রমশঃ চোকে !

এক বর্ণও ঢোকেনা মাথায় মোর,
ঢুলে ঢুলে মরি,—পড়েও না চোখে ওঁর !

পত্নী হ'বার সাধটা মিটেছে ভাই,
ভাবচি এখন্ পাগল না হোয়ে যাই !···

প্রাণ ক'রে ত্রাহি। শুতে পেলে যেন বাঁচি!
পোড়া ও 'থিসিস্' পাঠাবে আমায়—রাঁচি!

হয়, আমি নয় ওঁর যাওয়া দরকার;
নইলে বলোনা এ ভাবে চলে কি আর?

'লভ্-ম্যারেজের' এই গ্যাখো ভাই ফল,
পাগলা গারদে আছি যেন অবিকল!

যে-ভোগ এখন ভুগ্‌ছি বলি তা' কা'কে!
মরিয়া হয়েই মানিনি সমাজটাকে!

নিন্দাডঙ্কা বাজলো বেজায় জোরে।
বাবা তো দিলেন ত্যাজ্য কন্যা কোরে!

মা-ও সেই থেকে দেখেননি আর মুখ,
ভা'য়েদের রাগ কমেনিকো এতোটুক্!

বোনেরা লেখেনা চিঠি কেউ, চুপচাপ!
পড়শী মেয়েরা ভুলে গেছে সবে সাফ!

গত জীবনের যতো ছিলো আপনার,
কেউ তারা ভাই ঘেঁষেনাকো কাছে আর!

বন্ধুরা গেছে শত্রুর দলে চ'লে,
কুৎসা করেন সকলে কত কি ব'লে!

বামুনের মেয়ে বৈদ্যকে বিয়ে করা,
ভালো ছিলো নাকি গঙ্গায় ডুবে মরা!

তার উপরেও দেখচো তো দিদি মজা!
যাঁর জন্যেই বহি' এ' নিন্দা-ধ্বজা,—

ছেড়েছি সকলি—যা' কিছু আমার ছিল !—
চোর-অপবাদ সে-ই কিনা মোরে দিল ?

কলির ধর্ম একেই বলে তা' জানি।
মুখেতেই খালি ভণ্ড বকের বাণী।

আসলে কি নিয়ে ঝগড়া বাধে, তা' শোনো।
আমাকে করতে দেয়নাকো কাজ কোনো।

ওঁর সব কাজ চাকরেই যদি করে—
সংসারে ওঁর এলুম কিসের তরে ?

রাঁধতে কখনো যাই যদি ক'রে শখ,—
অম্‌নি বাবুর বুকে যেন লাগে 'শক্‌'।

পোষাকের ভার নিয়ে আছে আজো 'বয়' !
এতে কি আমার মেজাজ্ ঠাণ্ডা রয় ?

তাই জ্বলে উঠে বাধাই ঝগড়া জোর !
হাসে মিটিমিটি, রাগ মোটে নেই ওর !

পুরুষের যদি রাগই না থাকলো তবে—
ঘর্‌করণাটা জমাট্ কি করে হবে ?

শুধু অনুরাগে চলে কি রাত্রি দিন ?
ব্যঞ্জন যেন ঝাল বা লবণহীন।

কলহেতে তাই মুখ বদ্‌লাতে চাই—
তুমিও এটা কি বুঝতে পারোনা ভাই ?—

—মধ্যস্থ—

কর্‌তো খোকন্ জিগেস ওকে,—লজ্জা কি নেই ওর ?
কোন্‌মুখে ও আবার এসে ডাক্‌ছে মা'কে তোর !

দুপুরবেলা যা-ঝগড়া ও ক'রেছে—তারপরে—
সাঁঝ না হ'তেই কী বলে ফের্ ঢুক্‌লো আমার ঘরে ?

কইবোনা তো একটি কথাও, বল্‌না খোকন্ ওকে—
এই ঘরে তোর 'অমুক' এসে আর যেন না ঢোকে !

আজ থেকে আর কারুর সাথে কোনও সুবাদ নেই ;
একলা আমি দিন কাটাবো—পণ ক'রেছি এই !

আমরা খোকন মা-ছেলেতে থাকবো মিলে-জুলে,
ওর সাথে সব সম্পর্ক দিলুম এবার তুলে !

বলনা ওঁকে—আমার কাছে আর আসেনা যেন,
চাইনে আমি শুনতে ও-সব মিথ্যে 'হেন-তেন' !

সাতমাসে তুই পড়বি খোকন্ এই ফাগুনের শেষে,
সকল কথায় এমন ক'রে উঠিস্‌নি আর হেসে।

থাকতে এমন যোগ্য ছেলে—সইবে কি তোর মা
টিট্‌কিরি আর ঠাট্টা পরের ?…ব্যোয়েই গেছে না !!

তুইযে আজও বেজায় বোকা,—দুঃখ আমার তাই,
নইলে ওকে কিসের কেয়ার্ ? ওর পরি না খাই !

ওর সাথে আর কইতে কথা সাধ নেইকো মোটে,
চোখ-রাঙানির ধারধারি কার ? যাক্‌গেনা ও চোটে !

একলা-ঘরে থাক্‌বো আমি—আপন মনের সুখে,
কোল-জোড়া ধন খোকোনমণি থাক্‌বি মায়ের বুকে !

ঘুম-পাড়াবো গান গেয়ে রোজ খেল্‌বো কত খেলা,
লক্ষ চুমোয় রাঙিয়ে দেবো—সন্ধ্যে সকাল বেলা।

চোপ্ দুষ্টু ! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখিস্‌নি আর ওকে,—
কোকিয়ে হাসি ! দস্যি ছেলে ! মারবো এবার তোকে !

ওর দিকে না চাইতে বারণ ক'রছি—তবু !—ফের্ !!
এমন ধমক এবার দেবো ! বুঝ্‌বি তখন টের !

তবে রে চোর ! শয়তানী তোর ! ঐ কোলেতেই যাবি—?
অমন ক'রে হাত বাড়ালে—এমন পেটন খাবি !

রোস্ তো ! ছেলের কান্না আমি দিচ্ছি ক'রে বার !
বজ্জাতি তোর এখন থেকেই ?—অবাধ্যতা মা'র ?—

চুপ্-চুপ্-চুপ্! আর কেঁদোনা, লক্ষ্মী আমার। সোনা!
কে বকেছে রতন মণি। ওরে ও চাঁদের কোণা?

এই নে কেমন ঝুম্ঝুমি তোর, রঙীন চুষি—ফুল,
আমার বুকের উজল মাণিক।—সংসারে নেই তুল!

*   *   *   *

বুঝ্লি খোকন্—একটি কথাও শুনবোনা ওর আর,...
বলতো ওকে বাইরে যেতে—কাজ নেই কি তার?

আগ্লে দুয়োর এমন ক'রে লাগ্লে কেন 'ফেউ!'
নেই বুঝি আজ তাশের ইয়ার্ 'ব্রীজের' দলের কেউ?

বল্না—"তুমি হেথায় কেন? যাওনা তোমার কাজে,
ক'র্ছো মিছে ভেনর ভেনর! ব'ক্ছো শুধুই বাজে!

ঢের্ শুনিছি ও-সব কথা—নতুন কিছুই নয়,—
এখন তুমি এ ঘর থেকে নড়লে ভালো হয়।

বড্ড গরম! মাথার কাপড় খুল্বে এবার মা,—
কেমনতরো ভদ্র তুমি?...বাইরে সরোনা—!!

এই ঘরেতেই আমরা দু'জন দিব্যি দেবো ঘুম,
চাইনে তোমার খাট-বিছানা—টেবিল-ফ্যানের ধুম!

বল্না খোকন্—মিথ্যে কেন তর্ক করো আর?
মীমাংসা তো চাইছেনা মা—দরকারও নেই তার

আমায় নিয়ে পৃথক হবেন কঠিন এ তাঁর পণ,
সইছেনা আর এমনধারা নিত্যি জ্বালাতন !"
ও—মা !…ও—মা ! দস্যি ছেলে !! আবার তুলে হাত
ওই কোলেতেই যাবার ফিকির্ ? নেমকহারাম্ জাত !!
ডুক্‌রেপিটে কান্না ! বটে !…থাম্ তো ছুঁচো-পাজি,—
এই বয়সেই বাপের মতো শিখ্‌ছো কি কার্‌সাজি ?
সব রকমের দুষ্টুপণা—ফন্দীবাজি যত—
একরত্তি ছেলের দেখি ঠিক্ কি বাপের মত !

* * * *

দোহাই খোকা চুপ কর্ তুই, চেঁচাস্‌নি আর—মা-গো !—
তোমার দোষেই বিগড়েছে এ !…বড্ড পিছু লাগো !
আর পারিনে ডাকাত নিয়ে ! থামাও বাপু ! ধরো !
বেজায় ক্ষেপে উঠলো যে গো ! যা হয় তুমি করো।
কেমন লোকের পুত্ররটি,—হুঁ ! সব্‌চে জেদীর সেরা !
ভিতরটি ওর বজ্র কঠিন—বাইরে কুসুম ঘেরা।
দেখতে অমন বাপের মতো হয় তো অনেক ছেলে,
কিন্তু, অবাক্ ! স্বভাবটিও কী ক'রে ঠিক্ পেলে !
এক ফোঁটা ওই ছোট্ট কচি মানুষটিত' কতো—!
হাই তোলারও ভঙ্গীটি-ওর ঠিক কি তোমার মতো !
এমন ক'রে চায় ও পাজি, মুচ্‌কে এমন হাসে—
আমার চোখে তোমার ছবিই ছোট্ট হ'য়ে ভাসে !
আঃহ্ ! কী করো ! ধন্যি বাপু ! এতও তুমি পারো।
ছেলের সাথে সমান আদর সাজে কি তার মা'রও ?

—শেষ রাত্রি—

কাল তুমি রবে এমন সময় অ-নে-ক যোজন দূরে···
যতো ভাবি ততো উথলি হৃদয় অবাধ্য-আঁখি ঝুরে।
ওগো কাছে এসো, আরো—আরো কাছে,নাও মোরে আরো টানি,
তোমার বাহুর অভয়-বাঁধনে বাঁধো মোর তনু খানি।
কোনো ব্যবধান রেখোনাকো আর, ওগো আজ শেষরাতি,
দূর কোরে দাও উপাধান গুলো,—নেভাও বিজলী-বাতি।
বাকি রাতটুকু বক্ষে তোমার বেদনার নীড় বেঁধে
চক্ষের জলে ভাসিয়া কেবল নীরবে কাটাবো কেঁদে।
তুমি ঘিরে আছো তবু যেন প্রাণ গুমরে ব্যথার সুরে,—
যতো ভাবি কাল রবে এ সময়—অ-নে ক যোজন দূরে!

ওগো কাল র'তে এমন সময় ভেঙেচুরে দু'টি প্রাণ,—
কত নদী-গিরি মরু-প্রান্তর বিরচিবে ব্যবধান!
তোমার অভাব-বেদনা আমার হয়ত' অসহ হবে;
জীবনে প্রথম ছাড়াছাড়ি এ'যে—বহুদূরে তুমি র'বে।
হাতটি বাড়ালে পাবোনা পরশ, আসিবে না কাণে স্বর,—
দেখিতে পাবো না সারাদিন রাতি, শূন্য র'বে এ' ঘর!
ভাবিতেও আজ ভয় করে ওগো! আসিলে রাত্রি, কাল
আমার প্রহর কাটিবে কেমনে!! ছিঁড়িবে স্বপ্নজাল!

শুধু বিচ্ছেদ-বেদনা সৃজিবে সকাতর-অভিমান,—
ওগো কাল রাতে এমন সময়ে ভেঙেচুরে দু'টি প্রাণ !

কতোদিন ওগো ঘুমুতে পাবোনা এমনি জড়িয়ে গলা,—
সারারাত জেগে কাণে-কাণে এই, যা' মনে আসে তা' বলা।
কপোলে কপোল মিলায়ে বিহ্বল আবেশে বাক্যহীন —
তবেতো মোদের মধুরাতি কাটে, সজল শ্রাবণ-দিন !
ওগো ! ওগো মণি। শুন্‌চো সোনাটি আমার প্রাণের আলো !···
—কিছুনা। এম্‌নি ডাকৃচি !—তোমায় ডাকতে লাগে যে ভালো !
কাল তো এমনি পাবোনা তোমায়, এসো আরো, আরো···কাছে—
রাত্রি পোহাতে চেয়ে দেখ, আর একটি প্রহর আছে।
কতো কথা ছিলো সবি র'য়ে গেলো হোলনা কিছুই বলা,
ওগো কতোদিন পাবোনা ঘুমুতে এমনি জড়িয়ে গলা !

হাগো, মনে ঠিক র'বে তো ? আমায় ভুলেতো যাবে না শেষে ?
মনু'কে তোমার হারিয়োনা যেন বিদেশিনীদের দেশে !
শত রূপসীর আঁখির অতলে কালো 'মনুয়া'র স্মৃতি
দেখো যেন ডুবে যায় না ! জগতে ঘটেও এমন নিতি !
না···না, বোল্‌বোনা, রাগ কোরোনাগো লক্ষ্মী আমার মণি !
স'য়না বুঝি এ' ঠাট্টাটুকুও !···ব্যথা পাও তক্ষনি !
···চিঠি পাবো কবে ? মঙ্গলবারে ? আজ সবে শনিবার !···
রবি সোম দু'টো কাটাবো কী কোরে ? পৌঁছেই কোরো তার !
না-না, কালই চিঠি লিখো ট্রেণ থেকে, ডাকঘরে নেবো এসে,—
হ্যাগো ! মনে ঠিক থাকবে তো ? গিয়ে—ভুলে যাবেনা তো শেষে ?

ওই তো ফর্‌সা হোয়ে আসে—;—ওগো,সরে’ এসে···চুমু দাও !
লজ্জা আমার ঘুচে গেছে আজ ; ফিরে দেবো যত চাও।
কী জানি কেন গো মনে হয় যেন, আজ রাত্‌ই শেষরাত···
কী যে ব্যথা বুকে বেজে ওঠে···উহু !···দাও-দাও···দেখি হাত—

* * * *

আঃ কী আরাম ! জুড়িয়ে গেল গো···তোমার পরশ পেয়ে !
কাঁদ্‌বোনা আর, মুখ তোলো তুমি,···ভালো কোরে দেখো চেয়ে।
তোমারো চোখেও জল যদি ঝরে—ওগো তুমি বলো তবে···
তোমার পাগল-‘মহুয়া’র মন কেমনেতে থির্‌ র’বে ?
আর একবার দু’টি বাহু ঘিরে নিবিড়-বাঁধনে নাও !···
ওই তো ফর্‌সা হোয়ে গেলো ওগো,···শেষ চুমু ক’টি দাও।

ওগো এ সময় মরণ আসে তো তা’র বাড়া সুখ নেই,
তোমার বুকেতে লীন হ’য়ে থাকা, আমার স্বর্গ এই !
তোমারে পাওয়ার চেয়ে সেরা কিছু আ রকাম্য নেই’এ প্রাণে,
আমার মোক্ষ মিলেছে বন্ধু ! তোমারে আত্মদানে !
সব ছাড়া যায় তোমারি জন্য, তোমারেই ছাড়া দায়।
আমার ভুবন শুধু তোমাময়, ছেয়ে প্রাণ-মন-কায় !
ওকি ! না না, এসো, আরেকটু শোও,—ভোর হলো সবে এই !
আমার মরণ এ সময়ে এলে তার বাড়া সুখ নেই।

—কৈফিয়ৎ—

একি ! নিরুদি' যে ! কী মনে ক'বে গো ? পথ ভুলে এলে না কি ?
পোড়ারমুখী এ 'রুণু'কে আরও কি আছে কিছু বলা বাকি ?

গাড়ী ভাড়া ক'রে বাড়ী ব'য়ে আজ তুমি যে এসেছ ভাই !—
কাজটা যে কত খারাপ করেছি শুনিয়ে ত' যাবে তাই ?

নইলে তো কেউ ঘেঁসোনা তোমরা এ পাড়ায় সেই থেকে ।
যদি আসো দেখি লুকিয়ে কখনো— চলে যাও মুখ ঢেকে !

বিয়ে ক'রে আমি মহা-অপরাধী তোমাদের চোখে ভাই ।
ব'লে ফেলো যা-যা ব'ল্‌তেই হবে,—আমিও শুন্‌তে চাই !

তোমাদের কাঁটা না যদি ফোটে গো না বেঁধে বাক্যবাণ,
কুৎসা-উৎস-রসনার বিষ না যদি পোড়ায় প্রাণ—

এতদিন তাঁরে যে ব্যথা দিয়েছি—সে পাপ র'বে যে জমা,
মিথ্যার ভয়ে সত্যে মানিনি ।—সে দোষ হবে না ক্ষমা !

বলো—"বাপ মা'কে ফেলে চলে এলে ! ভাই বোনেদের ছেড়ে—
যত আত্মীয় বন্ধু সবারে ত্যাগ ক'রে আছো বেড়ে !

কেমনে এমন পাষাণী হ'য়েছি ?"...এই ত' জানিতে চাও ?—
শোনো তবে আমি যে কথা বলিনি—তোমাকে শোনাই তা'ও !

আপন মনের অবচেতনায় সঙ্গিনী ছিনু যাঁর—
বরণের মালা বাহিরেও যোন্ দিয়েছি কণ্ঠে তাঁর।

থেমে যাক্ যত নীচ কাণা কাণি, সন্দেহ সংশয়,
দু'জনার নামে যা খুশী বলুক্!—ঘুচেছে নিন্দা-ভয় !

আমার অতীত স্বপনের মতো মুছে গেছে নিশি শেষে !
নব জীবনের নবীন প্রভাতে জেগেছি প্রাণের দেশে !

কেহ নই আমি তোমাদের আর—এ 'রুণু' সে 'রুণু' নয়,
নব-জন্মের ভূমিকায় তার নূতন অভ্যুদয়।

ওগো ! তোমাদের বোঝাবো কেমনে—তুচ্ছ সুখের আশে
শুধু বাহিরের ভোগসুখ লাগি দাঁড়াইনি তাঁর পাশে !

দুঃখ আগুনে লবো পরীক্ষা আপন জীবন আনি,
এ প্রেমের মাঝে খাদ কত আর খাঁটি সোণা কতখানি !

যাঁকে ভালোবেসে ধন্য জীবন, সার্থক মানি প্রাণ,
দুর্লভ এই মানব-জন্ম যাঁর প্রেমে সুমহান্—

তাঁরই ইচ্ছায় বিলায়ে দিয়েছি আপনারে অকাতরে।
মিথ্যা জীবন কতদিন আর বহিব বদ্ধ ঘরে ?

সত্য বলিয়া মনে প্রাণে যাহা করেছি গো অনুভব,
তারই লাগি আজ আমার যা কিছু সঁপিয়া দিয়াছি সব !

সবার অধিক ভালোবাসি যারে,—যে মোর পরাণ-প্রিয়,
যাঁর মাঝে আজ মিলেছে আমার আত্মার আত্মীয়,

মনোজগতের শ্রেষ্ঠ-বিভব আমাকে দিলেন যিনি—
ওগো, পিতা-মাতা-স্বজন-বন্ধু-ভাই-বোন—সবই তিনি !

তাঁহারে অদেয় কী আছে আমার বলো দেখি নীরু দিদি,—
তাঁর সন্তোষ- প্রীতির হাসিটি—আমার পরম নিধি !

তুচ্ছ আমার ধন-জন-মান—তুচ্ছ নিন্দা গ্লানি,
তাঁর সুগভীর প্রেমের প্রভাবে সকলি তুচ্ছ মানি ;

আমি শুধু তাঁরই—নহি আর কারো !—তিনি জীবনের রাজা,
এ কথা না বুঝে এতদিন ধ'রে কেবলই সয়েছি সাজা !

আমার লাগিয়া ছিল পথ-চেয়ে যে তার জীবন-পথে,
আমারি আসন রেখেছিল পাতি যে তার মানস-রথে,

যার আহ্বান নিশি দিনমান বেজেছে আমার কাণে,
যার স্নেহ প্রেম আলোড়ি হৃদয় ধ্বনিয়া উঠেছে গানে,

দিক্‌হারা রাতে যাঁর পানে চেয়ে মিলিল সত্য দিক্‌
বলো তো নীরুদি ! কী নীতি-বিধানে তাঁরে ছেড়ে থাকা ঠিক্‌ ?

বঞ্চিত ক'রে আমা হ'তে তাঁরে—বঞ্চিতা হ'য়ে ছিনু !
নিঃশেষে তাই তাঁরই পায়ে নিজে আপনারে সঁপে দিনু !

ব্যাপ্তি এসেছে ক্ষুদ্র জীবনে, তুচ্ছ নহিগো আর,
শূন্য এ প্রাণে ভরিয়া উঠেছে অমৃতের ভাণ্ডার !

জীবন্মৃতের জীবনে আবার এসেছে বাঁচার সাড়া !
জানিনা মাটীর মানুষ আমরা কী আছে ইহার বাড়া !

যে বিধি মিথ্যা—যেটা অন্যায়—তারে যদি করো বড়ো,—
বলো ত' নীরুদি' সংসারে তবে—'আদর্শ' কেন গড়ো ?

জানি অনেকের মরমে হয়ত' হেনেছি কঠিন বাজ,
ভেবোনা তা ব'লে মোহের ঝোঁকেতে খেয়ালে করিছি কাজ।

যুগে যুগে নারী যার লাগি দেছে আপনা বিসর্জন
সকল দেশেতে, সকল কালেতে ; ঘটনা চিরন্তন।

আমি যার, ওগো, জন্মে-জন্মে, তারই কাছে গেছি ফিরে—
নীরুদি' ! সবারে এ কথা বোলো গো—আমার মাথার কিরে !—

—শেষ—

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

